COMPILED & CIRCULATED BY

DR. DIPAK SHOM

ASSISTANT PROFESSOR, DEPT. OF BENGALI,

NARAJOLE RAJ COLLEGE

P.G 1st Semester

Paper – 103

আলোচনা – 8

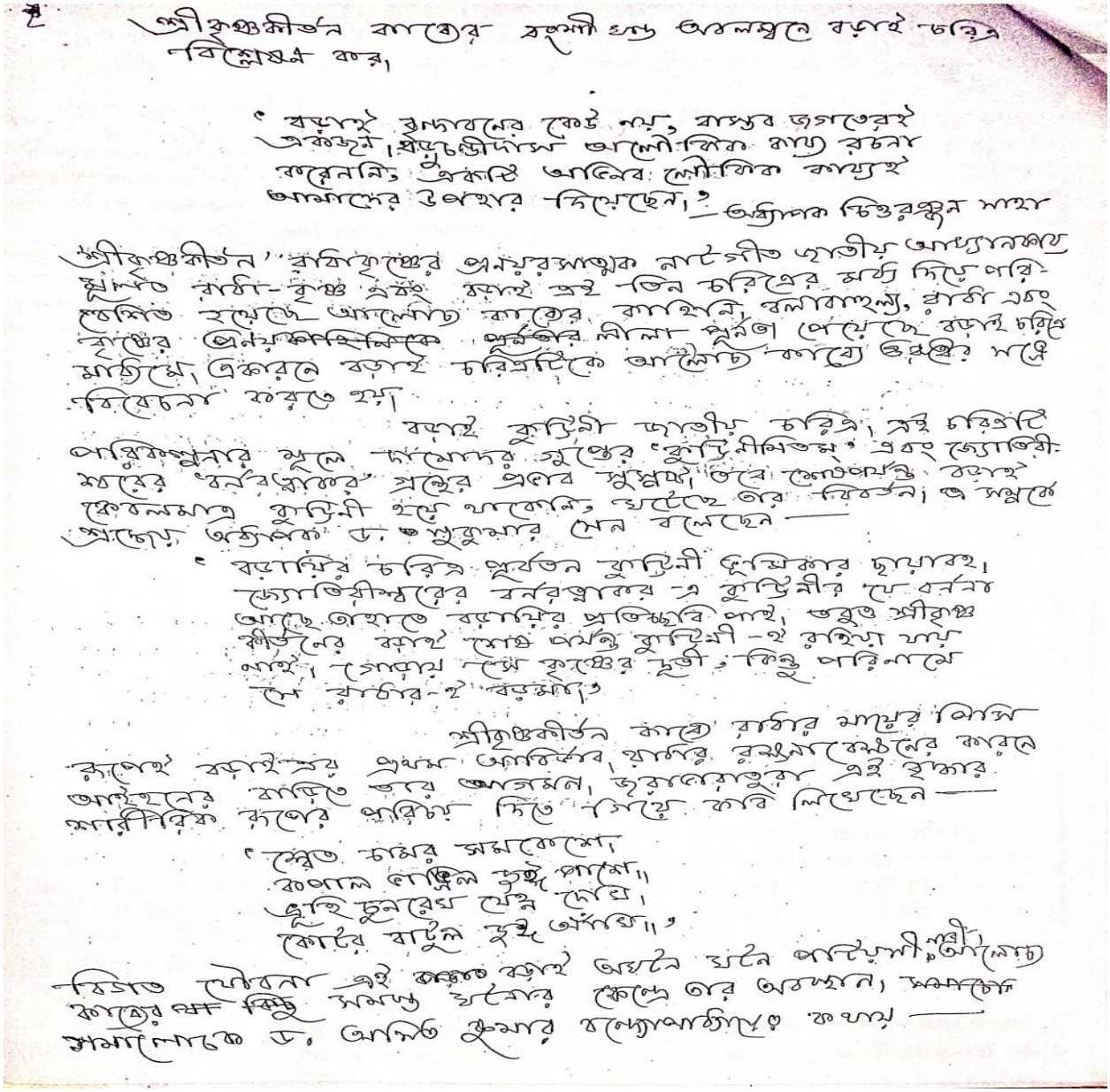

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের বংশী খন্ড অবলম্বনে বড়াই চরিত্র বিশ্লেষণ করো।

" স্বয়ং বৃন্দাবনের কেউ নয়, বাস্তব জগতেরই একজন। যদুনন্দনদাস আলৌকিক কাব্য রচনা করেননি; একান্তে আমির লৌকিক কাব্যই আমাদের উপহার দিয়েছেন।" — অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন সাহা

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' রাধাকৃষ্ণের প্রণয়রসাত্মক নাটগীত জাতীয় আখ্যানকাব্য। এখানে রাধা-কৃষ্ণ প্রসঙ্গ ছাড়াও যে তিন চরিত্রের সন্ধান দিয়েছেন তাঁরা হলেন আলোচ্য কাব্যের কাহিনি, বলাইকাহ্নাই, রাধা এবং বৃন্দাবনের প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে। পূর্বরাগ লীলা পর্যন্ত বড়াই চরিত্র মাঝারি, তারপরে বড়াই চরিত্রটিকে আলোচ্য কাব্যে উল্লেখ্য করে বিবেচনা করতে হয়।

বড়াই কুট্টিনী জাতীয় চরিত্র, এই চরিত্রটি পরিকল্পনার মূলে দামোদর গুপ্তের 'কুট্টিনীমতম্' এবং জ্যোতিরীশ্বরের 'বর্ণরত্নাকর' গ্রন্থের প্রভাব সুস্পষ্ট, তবে শেষোক্ত গ্রন্থ বড়াই কেবলমাত্র কুট্টিনী হয়ে থাকেনি, ঘটেছে তার বিবর্তন। এ সম্পর্কে প্রাক্তন অধ্যাপক ড. সুকুমার সেন বলেছেন —

" বড়াইয়ের চরিত্র পূর্বতন কুট্টিনী দূতিকার ছায়াবহ। জ্যোতিরীশ্বরের বর্ণরত্নাকর-এ কুট্টিনীর যে বর্ণনা আছে তাহাতে বড়াইয়ের প্রতিচ্ছবি নাই, ভক্তও শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের কবি শেষ পর্যন্ত কুট্টিনী-র রহিয়া গিয়াছে। গোকায় সেই কৃষ্ণের দূতী, কিন্তু পরিণামে সে ঘটকীর-ই বড়মা।"

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে রাধার মানের বিরহ কালেই বড়াই-র প্রথম আবির্ভাব, রাধার রসমনস্কতার কারণে আদিরসের কাব্যিক রূপের পরিচয় দিতে গিয়ে কবি লিখেছেন —

" শ্বেত চামর সমকেশো।
কপাল লাড়িল দুই পাশে।।
ভ্রূহি চুনরেখ সিন্দুর দোহি।
কোড়ে বাটুল দুই ওঁঠফা।।"

বিভিন্ন গবেষনা এই কল্পিত বড়াই অবয়বে ঘটনে বাস্তবিক স্ত্রী লোকের কাব্যের যে কিছু সমস্যা ঘটনের ক্ষেত্রে তার অবদান, সমালোচক ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ কথা —

'বলিতে গেলে রাধা ও কৃষ্ণের ঘটনা বড়াইয়ের সাহায্য না পাইলে অগ্রসর হইতে পারিত না। ইহার নাটকীয় অংশটুকু বড়াইয়ের দ্বারা সমাধা হইয়াছে।'

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের প্রথম অংশে বড়াইয়ের কুট্টনীরূপ সুস্পষ্ট। এইপর্বে সে অসামাজিক প্রেমের দূতী। ~~রাধিকার দ্বারা~~ অপমানাহতা বড়াই প্রতিশোধ স্পৃহায় রাধিকাকে কৃষ্ণের হাতে তুলে দিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করেনি। এই পর্বে বড়াই কৃষ্ণের দৌত্য করেছে। কৃষ্ণের সঙ্গে অবৈধ প্রেমে রাধিকাকে প্ররোচিত করেছে। কিন্তু বংশী খণ্ডে বড়াই সম্পূর্ণ রূপে বিবর্তিত। যে বড়াই প্রথম পর্বে রাধিকাকে অবৈধ প্রেমে প্ররোচিত করেছিল সেই বড়াইকে আমরা নতুনভাবে প্রত্যক্ষ করি বংশীখণ্ডে। বংশীখণ্ডে এবং বিশেষকরে রাধাবিরহ অংশে রাধার প্রতি বড়াইয়ের আচরণ অত্যন্ত মধুর। এই খণ্ডে বংশী নিনাদ তরলা রাধার কাছে কৃষ্ণকে ফিরিয়ে আনতে বড়াই বদ্ধ পরিকর। বিরহব্যাকুলা রাধার যখন করবার বড়াইকে জানিয়েছে —

এবেঁ আনিআঁ দেহ নান্দের নন্দন পুর ত আহ্মার আগে

তখন বড়াই-ই রাধাকে কৃষ্ণের বাঁশি চুরির পরামর্শ দিয়েছে। শুধু তাই নয়, 'নিন্দাউলী' মন্ত্রের সাহায্যে বড়াই কৃষ্ণকে নিদ্রাভিভূত করে রাধার বাঁশি চুরিতে সহযোগীতা করেছে। এমনকি কৃষ্ণকে করজোড়ে রাধা এবং গোপ যুবতীদের কাছে দাঁড় করিয়েছে। এতদিন পর্যন্ত যে বড়াই কৃষ্ণের পক্ষাবলম্বন করেছিল সেই বড়াইকে বংশীখণ্ডে অন্যরূপে দেখা গেল। এখানে বড়াই রাধার পক্ষ অবলম্বন করে কৃষ্ণকে ছলনা করেছে। বড়াই চরিত্রের এই বিবর্তন প্রথম প্রত্যক্ষ করা যায় বংশীখণ্ডে। রাধাবিরহ অংশে বড়াইয়ের যে ভূমিকা আমরা প্রত্যক্ষ করি তারই পূর্বাভাস যেন রচিত হয়েছে বংশীখণ্ডে। কাব্যের প্রারম্ভে রাধার রক্ষনাবেক্ষনের দায়িত্বপ্রাপ্ত বড়াইয়ের যে পরিচয় রয়েছে তার যথার্থ প্রতিফলন যেন আলোচ্য খণ্ডে প্রত্যক্ষ করা যায়। বুদ্ধি দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে, স্নেহ দিয়ে এই পর্বে বড়াই কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী রাধিকাকে রক্ষা করেছে। এখানেই বংশীখণ্ড বড়াইয়ের সার্থকতা। সমালোচক অধ্যাপক —

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্যের কথায় —

'চণ্ডীদাস বড়াইকে একটি কুট্টিনী চরিত্ররূপে শুরু করিয়াছিলেন, কিন্তু স্নেহ-প্রীতি-মমতায় পরিপূর্ণ একটি মানবিক চরিত্র রূপে সম্পূর্ণ করিয়াছেন।'